যায়যায়দিন

3-1 MAY 2008

সক্রিয় প্রতারকচক্র : হাতিয়ে নিচ্ছে অবসর ভাতার টাকা

অরূপ সাহা

ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাতের জন্য নিজের স্ত্রীকে মৃত এক শিক্ষকের স্ত্রী সাজিয়েছিলেন রাজধানীর মিরপুর মসজিদুল আকবর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার দেলোয়ার হোসেন। ওই মাদ্রাসা কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়েছে। এমনই কয়েকটি প্রতারকচক্র ঢাকাসহ সারাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে চক্রগুলো হাতিয়ে [illegible]ত ব্যক্তিদের অবসর ভাতার কয়েক [illegible]।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, মাদারীপুরের রাজৈর থানার শারিস্তাবাদ গ্রামের মৃত আবদুল মান্নান মুন্সীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন মুন্সী বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মাদ্রাসার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এমনকি তিনি নিজের স্ত্রীকে মৃত এক শিক্ষকের স্ত্রী সাজিয়ে অবসর ভাতা উত্তোলন করতেও দ্বিধা করেননি।

তিন সদস্যের এ তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, সোনারগাঁও বারদী মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুর রশীদ পৃষ্ঠা ১১ ক ৪

সক্রিয় প্রতারকচক্র : হাতিয়ে নিচ্ছে অবসর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

২০০৪ সালের ৭ মার্চ মারা যান। সে অনুযায়ী মৃত ওই শিক্ষকের স্ত্রী রোকেয়া স্বামীর অবসর ভাতা উত্তোলন করতে গিয়ে জানতে পারেন, এ বাবদ তার প্রাপ্য ১ লাখ ৭৯ হাজার ৭০০ টাকা (বেসিক ব্যাংক মতিঝিল শাখা, চেক নম্বর-৮৮৭১৯৩৩) উত্তোলন করা হয়েছে।

সে সময় প্রতারকচক্রটিকে শনাক্ত করা সম্ভব না হলেও পরবর্তী সময়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টাকা উত্তোলন করেছেন দেলোয়ার হোসেন। তদন্ত কমিটির অনুসন্ধানে ধরা পড়ে নিজের স্ত্রীকে প্রয়াত আবদুর রশীদের স্ত্রী (রোকেয়া) সাজিয়ে দেলোয়ার অগ্রণী ব্যাংক মিরপুর শাখায় একটি সেভিংস একাউন্ট (নম্বর : ৩৪১১৬৪৫৪) খোলেন। সেই একাউন্টের মাধ্যমেই টাকাগুলো উত্তোলন করা হয়। বিষয়টি প্রমাণিত হলে দেলোয়ার হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু প্রভাবশালী এ শিক্ষক এর অল্প সময় ব্যবধানে আবারো নিজ পদে ফিরে আসেন। এরপর চক্রটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। একই ধরনের অভিযোগে গত বছর ২৫ এপ্রিল লালবাগ থানা পুলিশ ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে।

এরকম বেশ কয়েকটি প্রতারকচক্র দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে বলে জানা গেছে। এ চক্রের সদস্যরা পুরো দেশে ছড়িয়ে আছে বলে খবর রয়েছে। তারা সাধারণত কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা ও মৃত শিক্ষকদের অবসর ভাতা প্রতারণার মাধ্যমে উত্তোলন করে থাকে বলে সূত্র জানিয়েছে। গত জোট সরকারের আমলে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। তখন পত্রপত্রিকায় এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ হলে চক্রটি কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দেয়। এরপর দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে চক্রগুলোর কার্যক্রম কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। কিন্তু বর্তমানে আবারো এ চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সূত্র মতে, প্রতারকচক্রগুলো কোনো ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা আত্মসাতের আগে ওই পরিবার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। মৃত ব্যক্তির পরিবারে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি বা পুরুষ সদস্য না থাকলে তখনই তারা এ সুযোগটি বেশি কাজে লাগায়। এদিক বিবেচনায় তারা প্রাইমারি স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদেরই বেশি টার্গেট করে থাকে। মৃত ব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্য প্রাপ্য এ টাকা উত্তোলন করতে চাইলে তাদের ভুল বুঝিয়ে টাকা উত্তোলন থেকে বিরত রাখে প্রতারকচক্র। তারপরও কেউ প্রতারণার কথা জানতে পারলে তথ্য-প্রমাণের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। আর এ কারণে দেশের কয়েক হাজার মৃত শিক্ষকের পরিবার এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।